যায়যায়দিন
১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১০ শুক্রবার

দিনবদলে দারিদ্র্য বিমোচন নীতি

ড. এম আজিজুর রহমান

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরির কাজে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারকে কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। গরিব ও বঞ্চিতদের উপকারার্থে বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ প্রয়োজন। বাংলাদেশসহ যে কোনো উন্নয়নশীল বিশ্বে যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ, বস্তুগত সম্পদ বা উপকরণ কোনো কিছুরই অভাব নেই। সমস্যা সমাধান ও দারিদ্র্য বিমোচনে দরকার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিক থেকে সরকারের সদিচ্ছার প্রকাশ ও মন-মানসিকতা।

উন্নত ও উন্নয়নশীল দু'ধরনের দেশেই দরিদ্রতা বিদ্যমান। উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র্য বিমোচন অপেক্ষাকৃত কঠিন। উৎপাদন ও উৎপাদনের উপকরণের মালিকানা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ, আয়-উন্নতি, প্রবৃদ্ধি ও উপকরণের সুষম বণ্টন ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের দিনবদলসংক্রান্ত অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে আয়ের সুষম বণ্টন, আয়কর আরোপ, মওকুফ ও ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক ও ফলপ্রসূ নীতিনির্ধারণের মাধ্যমে উন্নয়ন, বণ্টন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকার সমস্যা দূরীকরণ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কথাবার্তা অত্র প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্য।

উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতি ও উন্মুক্ত সংস্কৃতিতে উৎপাদনের উপকরণ যেমন- জমি, শ্রম, মূলধন, প্রযুক্তিবিদ্যা ও ব্যবস্থাপনা সবকিছু সরকারি ও বেসরকারিভাবে থাকলেও তুলনামূলকভাবে এসব দায়-দায়িত্ব বেসরকারি খাতেই বেশি। প্রত্যাশিতভাবে বেসরকারি খাতে উৎপাদনের উপকরণের উৎপাদনশীলতা তুলনামূলকভাবে বেশি। দারিদ্র্য বিমোচন পলিসি-নীতি হিসেবে বেসরকারি খাত, উৎপাদনশীলতা এবং উৎপাদনের সুষম বণ্টন ইত্যাদি বিষয়গুলো অগ্রাধিকার পাবে। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে আয়, উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, বেকার সমস্যার দূরীকরণ, উৎপাদন ও সরবরাহ সমৃদ্ধকরণ এবং সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন দ্রব্যের উৎপাদন, আয়ের সুষম বণ্টন ও দারিদ্র্য বিমোচন। পুনরায় উল্লেখ্য, কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং সংক্ষেপে দারিদ্র্য বিমোচন।

উপরোল্লিখিত উৎপাদনের উপকরণের ভেতরে মানুষ নামক উপাদানটির গুরুত্ব অপরিসীম। শ্রমিকরা তাদের দৈহিক শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে শরীর ও মনের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে উৎপাদনশীল শ্রমের জোগান দিবে। যার জন্য তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সম্পদ অর্জন, সুষম খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্যকর আবাসন পরিবেশ ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ ও শ্রমিকরা তাদের বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে ভূমি, শ্রম, মূলধন, প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি উপাদানগুলোর কীভাবে উৎপাদনমুখী সমন্বয় করবে। দারিদ্র্য বিমোচনে তা অতিগুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদনের উৎসাহ প্রদান সাপেক্ষে দক্ষ, অর্ধদক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দিতে হবে। তাদের শারীরিক ও মানসিক বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ সাপেক্ষে একটি স্বাস্থ্যকর ও গঠনমূলক অনুকূল পরিবেশ গঠন করতে হবে। সংক্ষেপে উৎপাদনের উপকরণগুলোর সুষ্ঠু মূল্যায়ন এবং শ্রমিক শ্রেণীর ভালো মজুরি, অভাব-অনটন দূরীকরণ, সুষম খাদ্য, চিকিৎসা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং তাদের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ও সম্মানজনক পরিবেশ সৃষ্টি তথা মানসম্পন্ন অধিক উৎপাদন কর্মকাণ্ড ও কর্মসূচি দারিদ্র্য বিমোচনে বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ, স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ, সেবামূলক কর্মকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদি, উৎসাহ-উদ্দীপনা, সামাজিক সম্মান ও ক্ষমতা এবং কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান, আয়-উন্নতির সুযোগ-সুবিধা সবকিছুরই অবকাঠামোগত পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সমৃদ্ধকরণ ও উন্নয়ন এমনভাবে বণ্টন করতে হবে, যাতে সামগ্রিকভাবে উৎপাদনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। অবকাঠামোগত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কাজটি ফলপ্রসূভাবে করতে হলে বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল বিশ্বে যা প্রয়োজন তা হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক, সংস্কৃতি, পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদি সমন্বয় সাধন করে পারস্পরিক নির্ভরতা, সংহতি ও ঐক্যের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে উৎপাদন খাতের অবকাঠামোগত পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও টেকসই পরিকল্পনা হাতে নেয়া। আবারো উল্লেখ্য, অবকাঠামোগত পরিবর্তন, উন্নয়ন এবং বিশেষভাবে সামাজিক বণ্টন ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন পদ্ধতি কঠিন হয়ে পড়বে।

দারিদ্র্য বিমোচনে আয়ের সুষম বণ্টনের কোনো বিকল্প নেই। মাথাপ্রতি জাতীয় আয় বাড়লেই দরিদ্রতা কমবে, এমন কোনো কথা নেই। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মতো জাতীয় উন্নয়ন যদি গুটিকয়েক মানুষের ভোগবিলাস হয় তাকে উন্নয়ন বলে না, যেমন- কুয়েত এবং কাতার। নিরঙ্কুশ দরিদ্রতা কমাতে হলে প্রয়োজন জাতীয় ও মাথাপ্রতি আয় বৃদ্ধি এবং তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন আয়ের সুষম বণ্টন। আয়ের সুষম বণ্টন না হলে জাতীয় আয় বৃদ্ধির সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে হলেও দারিদ্র্য বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা নাকচ করা যায় না। ধর্মীয় ও মানবিক দিক থেকে ধনীদের উদ্বৃত্ত উপার্জনের প্রতি গরিব ও অসচ্ছল ব্যক্তিদের অধিকার বা হক থাকে। ধর্মীয়ভাবে জাকাতের কথা বলা থাকলেও সামাজিকভাবে জাকাত দেয়ার আইনগত কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তাই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ ও সরকারের গুরুদায়িত্ব হলো আইনগতভাবে আয়, উন্নতি সুষম বণ্টন করা। সরকারের ট্যাক্স ইনকাম পলিসি, বার্ষিক উন্নয়ন, বাজেট ঘাটতি, বাজেট পরিকল্পনা এবং কর আদায় ও সুষম বণ্টন যতো উন্নত হবে, আয়ের সুষম বণ্টন ততো মসৃণ এবং দারিদ্র্য বিমোচিত হবে। পনের কোটি লোকের বাংলাদেশে মাত্র সাত লাখ লোক বা ০.৫ শতাংশ লোক সরকারকে ট্যাক্স প্রদান করে, যা অপ্রত্যাশিত। কর আদায়ের সংস্কৃতি বাংলাদেশে এখনো গড়ে ওঠেনি। সৃষ্টিকর্তা এ দেশটাকে কীভাবে চালিয়ে নিচ্ছে, ভাবতে অবাক লাগে। এ প্রবন্ধে দারিদ্র্য বিমোচনে নিম্নলিখিত কিছু উপদেশ করা যায়। Income tax, Custom duty, আনুষঙ্গিক Tax-এর হার সরকারের Tax এবং Non-Tax আয়ের পরিমাণ Tax file ও করদাতার সংখ্যা বিপুল হারে বাড়িয়ে উন্নয়নমূলক ও দারিদ্র্য বিমোচন সাপেক্ষে সবক'টি হাত শক্তিশালী করতে হবে। করদাতা বাড়ানো সাপেক্ষে দেশব্যাপী জাতীয়ভাবে একটি ব্যাপক জরিপের প্রয়োজন। দেশকে অতিসত্বর ট্যাক্স না দেয়ার সংস্কৃতি থেকে মুক্ত করতে হবে। দারিদ্র্যপীড়িত বাংলাদেশে Regressive tax policy নির্ধারণের (যেমন আয় বেশি ট্যাক্স হার কম) এমন কোনো সুযোগ নেই। আয় বেশি ট্যাক্স হার বেশি এ ধরনের Progressive taxation-এর মাধ্যমে সরকারি বাড়তি ইনকাম ও দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমে উপার্জনক্ষম ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ করতে হবে। সরকার থেকে কম উপার্জনক্ষম ব্যক্তিদের কাছে সরাসরি Income Transfer পদ্ধতি হিসেবে দ্রব্যসামগ্রী, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণমুখী সেবা কর্মকাণ্ডের সুষম বণ্টন, Food For Work (FFW) Program, Food For Education (FFE) Program, Rationing & Controlling Method যার মাধ্যমে ন্যায্যমূল্যে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিতরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা সরকার সরাসরি হাতে নেবে। দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামীণ ও কৃষি অর্থনীতিতে কৃষি উপকরণ ক্রয়ে (ভর্তুকি প্রদান) যেমন সার, বীজ, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি সেচ এবং কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদিতে ভর্তুকি প্রদান, কাঁচামাল আমদানি কর মওকুফ, খাদ্য ঘাটতি পূরণ, সুষম খাদ্য ও পুষ্টি সাধনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সরকারি উদ্যোগেই সম্পন্ন করতে হবে। সুষম বণ্টন সাপেক্ষে অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েদের বিনা পয়সায় পড়ালেখার সুযোগ এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রত্যাশিত নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবেলার পরিপ্রেক্ষিতে অবকাঠামোগত বৃহৎ উন্নয়ন বেসরকারি খাতে সম্ভব নয়। দেশি-বিদেশি দান-অনুদান ও সাশ্রয়ী খরচে দেশি-বিদেশি ঋণ সুবিধার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে নারী শিক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন, শিশু ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের শিক্ষাব্যবস্থা, ভূমিহীনদের খাসজমি প্রদান, গ্রামীণ ব্যাংক মডেল অনুসরণ করে ক্রেডিট ইউনিয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে ভূমিহীন, বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত মহিলাদের জন্য বন্ধক ছাড়া স্বল্প সুদে ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প হাতে নিতে হবে। নিরাপদ পানির ব্যবস্থা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসেবা, পয়ঃপ্রণালি নিষ্কাশন এবং পরিবেশগত উন্নয়নের কথা ভাবতে হবে। গরিবদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ সৃষ্টি ও উন্নয়ন ঘটাতে হবে। ব্র্যাক, আশা, প্রশিকাজাতীয় বড় বড় এনজিওর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাক্ষরতা, সংখ্যাজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরির কাজে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারকে কর্মসূচি হাতে নিতে হবে। গরিব ও বঞ্চিতদের উপকারার্থে বিশেষ বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ প্রয়োজন। বাংলাদেশসহ যে কোনো উন্নয়নশীল বিশ্বে যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ, বস্তুগত সম্পদ বা উপকরণ কোনো কিছুরই অভাব নেই। সমস্যা সমাধান ও দারিদ্র্য বিমোচনে দরকার অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিক থেকে সরকারের সদিচ্ছার প্রকাশ ও মন-মানসিকতা। উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সঙ্গতি সমন্বয়ে গরিব, মেধাবী, শিশু ও বৃদ্ধ, ভূমিহীন নারী, বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত, অসহায় রোগী, প্রতিবন্ধী বিভিন্ন গোত্রের মানুষকে মানবতা, সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সরকার, সমাজ ও জনসাধারণ সবাই মিলে সামগ্রিকভাবে সাহায্য-সহানুভূতির হাত বাড়ালে দারিদ্র্য বিমোচন অবশ্যই সম্ভব।

ড. এম আজিজুর রহমান: কলাম লেখক, ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।